Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501079 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Rabindra Natya in Rabindra Translation: Problems in Translation of Rabindranath and Translation in Tagore's Perspective

রবীন্দ্র-অনুবাদ অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাট্য: রবীন্দ্র-অনুবাদে সমস্যা ও অনুবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গি

Dr. Sudipta Batabyal Mukherjee
Former Researcher
Bengali Department
Vidyasagar University

Received on: 15th May 2026
Accepted on: 29th May 2026

Abstract:

It is not possible to give completeness to the vastness and depth of Rabindranath's genius from the perspective of any particular creation. In every layer of his creation is intertwined his artistic soul. The illumination of Rabindranath's genius is multi-voiced in every phase of his creative life; through has life, feelings, knowledge, work and thoughts it has attained multidimensionality. In his multidimensional life, every level carries separate significance. In his essay named Art and Tradition, while giving the definition of art, he spoke about creativity. It moves beyond reality in the perspectives of its form. From the very beginning of his literary life, Rabindranath devoted himself to the vision of forms with a thoughtful and inquisitive mind, thinking about one drama after another. Amidst the diversity, translated literature has secured a special place in his literary world. Along with the names of Shakespeare, Goethe, Camur, Bertold Brecht, the name of Rabindranath is also found it one searches the history of translated literature. Just as he translated his own creations, he also translated the creations of others. Again, his creation was also translated by others.

Translation is an art work, a process of co-ordination. Translation creates the process of bridging two different languages and two different cultures. Just as when a sapling grows in a particular soil and then is replanted in another climate and soil, translation is such a process. Though Rabindranath Tagore the grandson of Dwarkanath and the son of Prince Debendranth is recognized by the world as a world poet, he was simultaneously a dramatist, novelist, essayist, composer, and creator of stories, philosopher and also a translator. He was that seed of the Tagore family which had turned into a giant tree. Rabindranath's life had an inseparable connection with the Upanishads. Besides, the breeze of Islamic and European culture had

© Santiniketan Sahityapath

merged in the Jorasanko Tagore house. This compact matter altogether made the man Rabindranath and his literature rise above everything. Rabindranath started translation own writings into English at the request of native and foreign admires. He started the translation of his self-created wrights through the translation of the poem 'Nishphal Kamana' from the poetry collection "Manashi". From 'Valmiki Prativa' in 1881 to 'Shyama' written in 1939, Rabindranath wrote nearly 50 dramas, both small and large. Among these, the discussion about the problems of translation his dramas, especially regarding the translation done by himself, is the subject of this essay.

Key Words:
Source Language, Target Language, Translation, New creation, conversion.

মূল প্রবন্ধ

অনুবাদের তত্ত্ব

আমরা প্রত্যেকে মাতৃভাষাতে কথা বলতে অবশ্যই সড়গড়, তবে অনেকে আবার একের বেশি ভাষাতেও পারদর্শী হন। আমাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহী হওয়া, কিংবা চর্চা করতে হলে অন্যতম পন্থা হলো অনুবাদ শিক্ষা (translation studies)। অনুবাদ হলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের পদ্ধতি। অন্যান্য সৃষ্টিশীল শিল্পের মতোই অনুবাদ হলো একটি শিল্প, যার সঙ্গে মিশে রয়েছে একটি উচ্চ সাংস্কৃতিক গুরুত্ব (cultural heritage)। আমরা যদি বলি অনুবাদ কেন একটি শিল্প? সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে মানবমনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হলো কোনো কিছুর আহ্বানে আত্মিকভাবে সাড়া দেওয়া। শিল্প হলো মানবাত্মার স্বাভাবিক আহ্বান। যে-কোনো শিল্পই সৃষ্টিশীল, আর অনুবাদের সঙ্গে মিশে থাকে সৃষ্টিশীলতা বা creativityর প্রসঙ্গ। তাই অনুবাদকে শিল্পরূপে আখ্যায়িত করা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে অনুবাদ বা translation হলো এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের প্রক্রিয়া — এখানে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে — বা SL (Source language বা উৎস ভাষা) এবং TL S Target Language বা লক্ষ্য ভাষা) — এই দুই বিষয় সম্বন্ধে ভালোভাবে প্রস্তুত হলে, তবেই অনুবাদের পদ্ধতির মধ্যে ঢোকা যায়।

Theodore Savory অনুবাদের প্রক্রিয়াকে 'Art' অভিধা দিয়েছেন, Eric Jacobsenএর মতে অনুবাদ হলো 'craft' আবার Eugene A. Nida অনুবাদকে পুরোপুরি Science বলেছেন (এই ধারণাটি এসেছে জার্মান থেকে) A. H. Smith বলেছেন — to translate is to change into another language retaining as much of the sense as one can."[১] J. C. Catford অনুবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভাষাতত্ত্বর (Linguistics) দিকে আলোপপাত করেছেন — "Translation may be defined as follows: the replacement of textual material in one language (SL) by equivalent material in another language."[২] অনুবাদের প্রক্রিয়ার মাঝে সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার বিষয় জড়িয়ে আছে। Octavio Pazএর মতানুযায়ী — "Slightly different from the one that came before it, translations of translations of translation. Each text is unique, yet at the same time it is the translation of another text. No text can be completely original because language itself, in its very essence, is already a translation — First from the nonverbal world, and then because each sign and each phrase is a translation of another sign, another phrase."[৩]

অনুবাদের অসম্ভাব্যতার দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে ১২শ শতকেই — "In 12th century Roger Bacon discarded strongly the possibility of translation. In his opinion every language is indivisible, unitary and single. So transferring from one language to another is not possible."[৪] অন্যদিকে Octavio Pazএর মতো Gabriel Garcia Marquez, Jorge Luis Borgs, Carlos Fuentes প্রমুখ অনুবাদের সম্ভাব্যতার কথাই বলেছেন। তাত্ত্বিক Catford ভাষাতাত্ত্বিক অসম্ভাব্যতার কথা

© Santiniketan Sahityapath

বলেছেন — “not transference of TL meaning into the SL in transference there is an implantation of SL meaning into the TL text.”[৫]

তাত্ত্বিক Levy অনুবাদ সম্বন্ধে নতুন তত্ত্বের কথা বলেছেন — “A translation is not a monistic composition, but an interpenetration and conglomerate of two structures. On the one hand there are the semantic content and the formal contour of the original, on the other hand the entire system of aesthetic features bound up with the language of the translation.”[৬] তাত্ত্বিক Eugene Nida অনুবাদে audienceএর ওপর গুরুত্ব দিলেন তাত্ত্বিক Bell ‘meaning’ ও ‘Style’এর ওপর আর তাত্ত্বিক Dubois ‘semantic’ ও ‘Stylistic equivalence’এর ওপর জোর দিলেন।

সুতরাং অনুবাদ হবে মূলের সঙ্গো ভাষাতত্ত্বগত (Semantically words and sentences) ভাবে নির্ভুল ব্যাকরণগতভাবে (grammatically) সঠিক, শৈলীগত দিক (stylistically) ফলপ্রসু এবং বিষয়গত (textually) দিকে সহজবোধ্য, সুসংগত ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সমস্ত দিক লক্ষ রাখা অনুবাদকের দায়িত্ব। অনুবাদকের পাশাপাশি একজন পাঠকের (reader) ওপর কম দায়িত্ব অর্পিত হয় না, কেননা বর্তমান যুগ ‘Reader Response’এর যুগ।

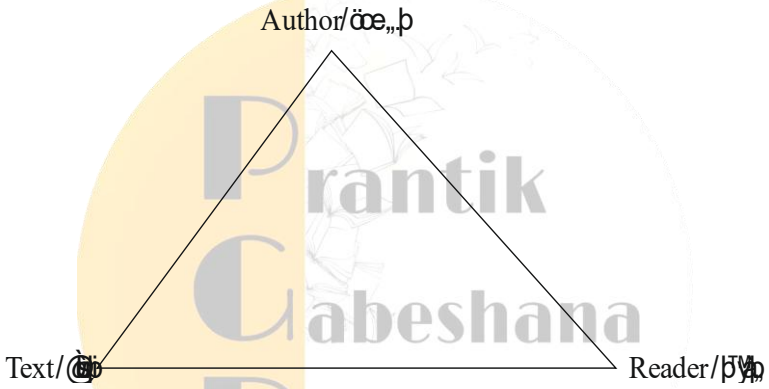

Basudeb Chakraborty অনুবাদকে সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের মর্যাদা দিয়েছেন — “translation is a creative art... A good translation can be an artistic creation.”[7]

অনুবাদের পদ্ধতিটি পুরোটাই তুলনামূলক বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে, কেননা তা না হলে অনুবাদটি আসলে মূলের কতটা অনুসারী বা মূলকে ছড়িয়ে গেছে কিনা, মূল লেখকের লিখনশৈলী কতটা ছাপ ফেলেছে অনুবাদে, কিংবা অনুবাদকের নিজস্বতা প্রতিফলিত হয়েছে কিনা অনুবাদে, অথবা কোনো আঞ্চলিক প্রভাব পড়েছে কিনা অনুবাদে ইত্যাদি বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার অবকাশ পাওয়া যায় না। অনুবাদের জন্যই অন্যভাষার সাহিত্য আমাদের নখদর্পণে। অনুবাদের জন্যই অন্য ভাষার সাহিত্য বিস্তারলাভ করেছে।

অনুবাদকের ভূমিকা বা সীমাবদ্ধতা

অনুবাদের ধারণা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ। মূললেখক ও অনুবাদকের মধ্যে একটা status এর বিভেদ করা হয়। অনূদিত বিষয়কে অনেক সময়ই ‘low status’ বলে মনে করা হয়। ভাষার Positive ও Negative — দুটি দিকই বিদ্যমান। ভাষিক ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য না জেনে অনুবাদ করা সম্ভব নয় অনুবাদকের। লক্ষ ভাষাতে (TL) অনুবাদের ‘সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞা’র দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। তাই অনুবাদক এই ক্ষেত্রে অনুবাদ এড়িয়ে যান। আমরা ধরেই নিই যে একজন ভালো অনুবাদক বা বিশ্বস্ত অনুবাদক উৎস ভাষা ও লক্ষ্য ভাষা — দুটোতেই বিশেষভাবে সড়গড় এবং অনুবাদ করতে হয় সম্পূর্ণ বোধের জায়গা থেকে। না হলে মূলের অর্থের বদল ঘটে যেতে পারে। অনুবাদক মূল ভাষার সাহিত্যের বিষয়ের সঙ্গো বিশ্বস্ততা থেকে সরেও আসতে পারেন। মূলের অর্থের বদল হয়ে যেতে পারে, মূলের status থেকে বিচ্যুতও হতে পারে লক্ষ ভাষা, অনুবাদককে তাই ‘traitor’এর সঙ্গো তুলনা করা হয়। অলংকারযুক্ত শব্দ বা ornamental words অনুবাদে খুব সমস্যা হয়। অনুবাদের মান নির্ভর করে পাঠকের মূল্যায়নের ওপর।

© Santiniketan Sahityapath

রবীন্দ্রসাহিত্য অনুবাদে সমস্যা

এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটক ও তাঁরই নিজের করা তর্জমা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদে সমস্যা। রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়ে সমস্যা হতে পারে —

এক) রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনেকক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, সেগুলির যোগ্য ইংরেজি প্রতিশব্দ বা ভাবপ্রকাশের উপযোগী ইংরেজি শব্দগুলি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়। যেমন 'রক্তকরবী' নাটকের একেবারে শেষের দিকে ফাগুলালের সংলাপ — "শেষমুক্তিতে বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে।" — ইংরেজিতে 'শেষমুক্তি' শব্দের যোগ্য synonym পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রনাথ 'শেষমুক্তি'র তর্জমা করেছেন 'Last freedom' বিশেষ যে ভাবনা বা বোধ নিয়ে 'শেষমুক্তি' শব্দটির সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ তর্জমা করা শব্দটি সেই বোধে উত্তীর্ণ হতে পারে না।

দুই) রবীন্দ্রসাহিত্য উচ্চ দার্শনিক ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত। তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রতিটি পর্বেই বিশেষ বিশেষ দর্শন নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। সেই দার্শনিক ভাব যখন অনূদিত হয়েছে, তখন তার প্রকাশ মূলের মত হয়নি, অথবা তা হয়েছে কষ্টসাধ্য। মূলের নির্যাস বা essence অনুবাদে ধরে রাখাটাই দুষ্কর। স্বকৃত বা অন্যকৃত, যে-কোনো অনুবাদের ক্ষেত্রেই এই সমস্যাটি হতে পারে। অন্যকৃত অনুবাদে যে সমস্যাটি দেখা যায়, সেটি হলো — যে লেখকের মূল রচনাটি অনুবাদ করা হয়, সেই লেখকের রচনারীতি, লেখকের style — শৈলী সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া আরো অন্য কোনো লেখা সেটাও যদি অনুবাদক study করেন, তবে অনুবাদ করা সহজ হয়। তবেই লেখকের মূল ভাবনার কাছে পৌঁছতে পারেন অনুবাদক। রবীন্দ্রনাথ যখন নিজেই 'মুক্তধারা' কিংবা 'রক্তকরবী' বা 'কালের যাত্রা' অনুবাদ করেছেন তখন অনুবাদ অনেকটাই আলাদা হয়ে গেছে। নাটকগুলি খুবই সংকেতঘেঁষা ব্যঞ্জনাধর্মী নাটক, তাই অনুবাদকালে মূলের ভাবদর্শন টিকিয়ে রাখা বেশ কঠিন হয়েছে। আবার যখন 'চিত্রাঙ্গদা' বা লক্ষ্মীর পরীক্ষা অনুবাদ করেছেন, তখন পাশ্চাত্য পাঠকের কথা ভেবে এড়িয়ে যেতে হয়েছে ভারতীয় প্রসঙ্গ। আবার যখন 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'ডাকঘর'এর অনুবাদ হয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুবাদ না করলেও সেই লেখা বারবার সংস্কার করতে হয়েছে।

তিন) রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ অনেকক্ষেত্রেই অলংকার সমৃদ্ধ। অলংকারগুলি অনুবাদকালে বেশ জটিলতার সৃষ্টি করে। 'মালিনী' নাটক আগাগোড়া অলংকার ও চিত্রকল্পে মোড়া। তাই এই নাটক অনুবাদ সতর্কভাবে অনেক সংলাপ বর্জন করা হয়েছে।

চার) রবীন্দ্রনাটক বেশিরভাগই গীত সমৃদ্ধ। গানই হয়ে উঠেছে চরিত্রের ভাষা, ফলে অনেকক্ষেত্রেই গানের আক্ষরিক অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদ মূলের essence থেকে বঞ্চিত হয়েছে। গান যেখানে নাটকের প্রাণ, সেখানে অনুবাদে মূলের status টিকিয়ে রাখার কষ্টকর হয়েছে।

ইবসেন যেমন নরওয়ের সাহিত্যে বিশেষ স্থান জুড়ে আছেন, সেক্সপীয়র ইংরেজি সাহিত্যে দখল নিয়ে বসে আছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের রাজার আসনে সমাদৃত। তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ 'Song Offerings' বিশ্বের দরবারে সম্মানিত হয়। রবীন্দ্রনাটকের অনুবাদের সমস্যা, অনুবাদের ফলে যে পরিবর্তন বা মূলের সঙ্গে অনুবাদের যে পার্থক্য সাধিত হয়েছে তার সব কিছুকে গ্রহণ করেই আনন্দলাল রবিঠাকুরের করা অনুবাদিত নাটকগুলিকে বলেছেন — 'independent original work' এবং transcreation। রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে ভারতীয় নাটকের চিরন্তন বিষয়টিকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন, তেমনি ইউরোপীয় নাটকের ঐতিহ্যকেও বজায় রেখেছিলেন একই সময়ে। তিনি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন পুরাণ থেকে, বৌদ্ধগাথা থেকে আবার কিছু তাঁর নিজস্বতা। সবটুকু মিলিয়ে তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। নিজের লেখা নাটক যখন নিজেই অনুবাদ করেছেন, তখন তা হয়ে উঠেছে a new creation। Edward Thomas তাঁর নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "All these dramas are vehicles of thought rather than expression of action."[৮] রবীন্দ্রনাটকের বেশিরভাগ চরিত্র বা বিষয়গত গুরুত্বের চেয়ে প্রতীকী আবেদনই বেশি। নাটকের বেশিরভাগ চরিত্রই ছায়াময় এবং সাধারণ। তাদের গুরুত্ব এখানেই যে তারা একটা বিশেষ ভাবনা বা

© Santiniketan Sahityapath

অনুভব দ্বারা আন্দোলিত। এমনকি নাটকের নাম বা চরিত্রের নামও প্রতীকী রবীন্দ্রনাটক উচ্চ দার্শনিকভাবনা ও প্রতীকি আবেদনে গড়া। অন্য নাটকের চেয়ে সহজেই আলাদা করে নেওয়া যায়। Prof. K.R. Srinivasa এবং Iyengar রবীন্দ্রনাটকের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন — "When Tagore applied his mind to a current problem social, political, economic— the heart ruled the head; and the heart in its urn, beat in response to abiding intuitions, not the restrictive formulas of creed, caste or custom. The light of the soul's illumination led him, not the will—O—the—wisp or agonizing dialectics. Whatever the problem, Tagore leapt from the circumference to the centre and seized it in terms of universality. The poet sees clear that others, further than others."[৯]

অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি

রবীন্দ্রনাথের রচনার বিশিষ্ট অনুবাদক রাদিচে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন — "অনুবাদ কর্মটি কী দুরূহ ব্যাপার! স্বয়ং কবি যে অনুবাদ করে ছিলেন তার চেয়ে ভাল অনুবাদ করা তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে কবিতার অনুবাদে, বিষয় ও ভাবকে কবি স্বয়ং যতখানি ফুটিয়ে তুলতে পারেন ততখানি ভাব সম্পদকে যথাযতভাবে উপস্থাপিত করা অন্য কারও পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়।"[১০] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে কবি স্বয়ং লেখেন — "আমার মুস্কিল এই যে, অনুবাদ করতে পারিনে, আমাকে প্রায়ই নতুন করে লিখতে হয়।"[১১]

অনুবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনের এই দোলাচলতা, তা কি সত্যিই নিজেরই 'ইংরেজি বড়ই অদ্ভুত' বলে? যে মানুষটির 'Song Offerings' বিশ্বের দরবারে এত সমাদর অর্জন করেছিল, তা নিশ্চয়ই তাঁর অদ্ভুত ইংরেজির জন্য নয়, নিজের সম্বন্ধে এরকম বাধোবাধো ভাব যে কোনো বড়ো লেখকেরই থাকে। অনুবাদকে কখনো পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন নি তিনি, কিন্তু একজন তাত্ত্বিকের মতোই অনুবাদ সম্পর্কে যেকোনো সমস্যার সমাধান করেছেন নিমেষেই। এর পেছনে রয়েছে তাঁর চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা। সবসময় নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত থেকেছেন। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা বিভিন্ন চিঠিতে অনুবাদ সম্পর্কে নানা কথা ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন সময়ে।

তাঁর অনুবাদ বিষয়ে বলতে গেলে — প্রথমত 'গীতাঞ্জলি'র বিশ্বজোড়া সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনুবাদের কাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। দ্বিতীয়ত নিজেকে আরো নতুনরূপে আবিষ্কারের নেশা। তৃতীয়ত তাঁর শান্তিনিকেতনকে ও শান্তিনিকেতনের ভাবনাকে বিশ্বজনের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার আশা। চতুর্থত অনুবাদগুলি প্রকাশের আর্থিক মূল্য তাঁর শান্তিনিকেতনের স্কুলের কাজে লেগেছে। পঞ্চমত তাঁর লেখায় উপনিষদের ভাবনা বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে, সেই ভাবনা বিশ্বমানবের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তিনি। ষষ্ঠত কবিবন্ধু ভারতপ্রেমী উইলিয়াম রোটেনস্টাইন, তাঁর হাত ধরেই ইংল্যান্ডের বিদ্বজ্জনের দরবারে রবিকবির এত পরিচিতি। রোটেনস্টাইনের বাড়ির কবিতা পাঠের আসরে কবির পরিচয় ঘটে C. F Andrews, Charls Trevelyan, Ernest Rhys, May Sinelair, Yeats, Henry Nevison প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে। পাশ্চাত্যের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর সুপ্ত বাসনাগুলি আরো জাগরিত হয়, তিনি আরো লিখতে থাকেন। আমেরিকায় রবীন্দ্র-কবিতার প্রচার ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এজরা পাউন্ডের বিশেষ ভূমিকা ছিল। এজরা পাউন্ডের সূত্রেই কবি পরিচিত হয়েছিলেন মার্কিন কবি উইলিয়াম ভন মুডির স্ত্রী মিসেস হ্যারিয়েট মুডির সঙ্গে। শেষ জীবন পর্যন্ত মিসেস মুডির সঙ্গে কবির সুসম্পর্ক ছিল। রমা রঁলার সঙ্গেও কবির সাক্ষাৎ হয় এবং সখ্যতা গড়ে ওঠে। রমা রলাঁ তাঁর জার্নাল Inde তে কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা লিখেছেন — "তাঁর চেহারা অনেকটা সেই প্রাচীন ঋষির মতো। আনন্দের বিষয়, তাঁর হাবভাব সহজ ও শালীন। তিনি যা বলেন তা হৃদয়গ্রাহী এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি দেড়ঘণ্টা রইলেন। হাস্যময় ও বুদ্ধিদীপ্ত সাবলীলতায়, মাঝে মাঝে চিত্রময় বাক্‌ভঙ্গিতে অনেক কথা বললেন।"[১২]

পাশ্চাত্য সংযোগ তাঁর অনুবাদের দরজা খুলে দিয়েছিল। অনুবাদের কাজটি নিজেই শুধু করেন নি। অন্যকেও উৎসাহ দিয়েছেন। 'ডাকঘর'এর ইংরেজি তর্জমা সম্পর্কেও 'মালিনী'র তর্জমা সম্পর্কে লন্ডন থেকে ১৯১২র ২ অগস্ট অজিতকুমার চক্রবর্তীকে চিঠিতে

© Santiniketan Sahityapath

লেখেন — "আমার 'ডাকঘর'টা এখনকার একটা বাঙালি ছাত্র তর্জ্জমা করেছেন। তার ভাষাটা অত্যন্ত বেশি আড়ম্বর বিশিষ্ট হয়েছিল — আমাকে আবার সেটা অনেক পরিমাণে নরম করে আনতে হয়েছে — তবুও মনের মত হয়নি। Rothenstein এইটি পড়ে ভারি আনন্দিত হয়েছেন। তিনি বলচেন Octoberএ এটা তিনি Stage Societyকে দিয়ে অভিনয় করবার ব্যবস্থা করবেন। আমি নিজে 'মালিনী'টা তর্জ্জমা করচি। হয়ত একারণে এটা এঁদের ভাল লাগতে পারে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এঁদের সকলেরই মনে যে একটা বিপ্লব চলচে মালিনী নাটকটার মধ্যে তারই যেন একটা আভাস আছে।"[১৩]

রবীন্দ্রনাথের লেখার স্টাইলটাই এমন যে, সেটা আমাদের কাছে বেশ সাবলীল, আড়ম্বরিতা নেই বেশি। ১৯১৩র ১৩ মার্চ তারিখে Urbana থেকে অজিত চক্রবর্তীকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে, কবিতা তর্জমা করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তিনি। মূল লেখা তর্জ্জমা তাঁর কাছে বিয়ের পর বৌভাতে বরবধূর মিলনের মতো। নিজের লেখা অনুবাদ সম্বন্ধে বলেছেন যে, নিজের লেখা ঠিক অনুবাদ করা যায় না, কারণ সেখানে সমস্ত অধিকারটুকুই ভিতরের। আর যেহেতু ইংরেজি ভাষা স্বাতন্ত্র্য ও গৌরব আছে, সৌন্দর্য আছে, তাই ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি নবসৃষ্টির আনন্দ লাভ করেন। একজন তাত্ত্বিক না হয়েও অনুবাদের ব্যাপারটিকে স্বচ্ছ ও সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

১৯১২র ২১ অগস্ট Oakridge Lyuchsfroud Gloucestershine থেকে অজিত চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জানান — "এখানে বসে চিত্রাঙ্গদা নাটকটা তর্জ্জমা করে ফেলেছি। এইটে পড়ে রোটেনস্টাইন বারবার বিস্ময় প্রকাশ করচেন। বলছেন এমন marvellous জিনিস তিনি কখনো দেখেন নি।"[১৪] আবার 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবিতা তর্জমার কথাও তিনি জানান। রোটেনস্টাইন এই তর্জমা কবিতাগুলি স্বতন্ত্র বইতে ছাপার কথাও বলেছেন কবিকে।

আবার ১৯১২র ৪ সেপ্টেম্বর লন্ডন থেকে অজিতবাবুকে লিখেছেন — "আমার গল্পের যে কটা তর্জ্জমা মডার্ণ রিভিয়ুতে বেরিয়েছে, পড়ে রোটেনস্টাইন খুব বিস্ময় প্রকাশ করচেন। তিনি বলেন এগুলো সংশোধন করে ছাপাতেই হবে।... রোটেনস্টাইন আমাকে বারবার বলেন, "তুমি এখানে আসাতে এবং তোমার দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এদেশের পরিচয়ের সম্ভাবনা ঘটাতে ভারতবর্ষের পক্ষে যতটা উপকার হয়েছে এমন আর কিছুতেই হয়নি।"... শান্তিনিকেতনের ভিতরে যে চিন্তাগুলো ছড়িয়ে আছে সে সমস্তই এদেশের পাঠকের কাছে বিশেষ উপাদেয় লাগতে পারে।"[১৫] আবার Urbana Illinois থেকে অজিতকুমারকে লিখেছেন — "অজিত, পর্শুদিন Yeatsএর গোটাদুয়েক ছোট নাটক পড়ে আমার হঠাৎ ধারণা হলো যে আমার শারদোৎসবটা নিতান্ত মন্দ লেখা হয় নি। সেই উৎসাহে তখনি সেটা তর্জ্জমা করতে লেগে গেলুম এবং কাল রাত্রেই সেটা শেষ করে ফেলেছি। এর থেকেই বুঝতে পারবে ইংরেজি ভাষা সম্বন্ধে মনের মধ্যে চিরকাল সঞ্চিত যে একটা ভয় পোষণ করে আসছিলুম সেটা অনেকটা নরম পড়ে এসেছে।... বাংলা ভাষার একটা সুবিধা এই, এখনো এর সাহিত্যের ভাষা নতুন আছে, অভ্যস্ত করার সংখ্যা এখনো তেমন বেড়ে ওঠেনি।"[১৬]

পত্রগুলি থেকে এটা জানা যায় যে রোটেনস্টাইন তাঁর অনুবাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদাই পাশে থেকেছেন, রোটেনস্টাইনের ভূমিকা ছিল সিংহভাগ জুড়ে। আর এই পত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের এক একটি দলিলের মতো। পত্রগুলি থেকে তাঁর সাহিত্যাকাশের এক একটি জ্যোতিষ্ককে আমরা চিনে নিতে পারি।

'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের পূর্বে ১৯১২র ২ অগস্ট কবি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে কবি চিঠিতে লেখেন 'গীতাঞ্জলি' কীভাবে বিদেশিদের মন কেড়েছে — "Yeats Normandy তে গেছেন। সেখানে বসে তিনি তার একটা Introduction লিখবেন তারপরে Indian Society থেকে সেটা ছাপা হবে। সেদিন Stopford Brookeএর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার লেখাগুলি Manuscriptsএ পড়েছেন। এদের যে এইগুলো এত ভাল লাগতে পারবে সে কথা আমি স্বপ্নেও মনে করিনি। এঁরা মনে করচেন আমার এই লেখাগুলি এঁদের পক্ষে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রী শুনে আমার মনে খুব আনন্দ হলো।... দেখতে পাচ্চি, গীতাঞ্জলি তাঁকে অঞ্জলি করে দেওয়া হয়েছিল বলেই সকলকে দেওয়া হয়েছে।"[১৭]

© Santiniketan Sahityapath

১৯১৩র ৩০ এপ্রিল 'গীতাঞ্জলি'র প্রশংসায় খুশি হয়ে অজিতকুমারকে চিঠিতে লেখেন — "প্রবাসে গীতাঞ্জলির প্রশংসা চারদিকে খুব বেশি করে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে — সম্প্রতি La Revue বলে একটি ফরাসী Magazine-এ একটা ভাল সমালোচনা এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছে। জর্ম্মন কাগজেও বেরবার আয়োজন হচ্চে।"[১৮]

অজিতকুমারকে ১৯১৩র ১২ মে চিঠিতে লিখলেন যে তাঁর অনুবাদগুলি ক্রমশ মূলের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে — "... আমি আজকাল যেভাবে তর্জ্জমা করি তাতে তর্জ্জমার মধ্যে মূলের চেহারা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার এগুলো প্রতিভাতি — প্রতিমূর্ত্তি নয়। কেন না বাংলার বাঁশি যে রন্ধ্রে বাজে, ইংরেজির বাঁশি সে রন্ধ্রে বাজে না। এই জন্যে সুরের সঙ্গে সুর মেলাবার চেষ্টাই আমি ছেড়ে দিয়েছি।"[১৯] মূল ও তর্জমা উভয় উভয়ের প্রতিফলন আর থাকছে না, মূলের নির্যাস নিয়ে তর্জমা হয়ে উঠছে আরো সুন্দর। কেননা বাংলা ও ইংরেজি ভাষার গঠন আলাদা হওয়ার বাক্যগঠনও আলাদা এবং সময়ে সময়ে পরিপূরক শব্দও পাওয়া যায় না, তাই অনুবাদ মূলকে আর অনুকরণ করছে না, করছে অনুসরণ।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন — "প্রাচ্যের মনোভাব আমরা কতটুকু ধরতে পারি, এ নিয়ে বেশ খানিকটা সন্দেহ ছিল রবীন্দ্রনাথের। চাপাদমালালে, একদিন বিকেলে ওঁর ঘরে ঢুকেছি, ঠিক তখনই একটা কবিতা লেখা শেষ করেছেন উনি।... বললাম, 'চায়ের সময় হলো! কিন্তু নেমে আসবার আগে টেবিলের ওই কবিতাটি আমায় অনুবাদ করে দিতে হবে।' পাতাটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, দেখছিলাম খুঁটিয়ে, কিছুই ধরতে পারছিলাম না বাংলা অক্ষরের ওই সুচারু ছাঁদ। যেন বালির ওপর হাঁসের না কি সিন্ধুসারসের পায়ের চিহ্ন! উনি অনুবাদ করতে শুরু করলেন প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে, কখনো বা ইতস্তত করে। একটা জগৎ খুলে গেল আমার সামনে।... যেমন দৈবে, সরাসরি স্পর্শ পাওয়া গেল ওঁর কবি — প্রকৃতির,... আলগা আঙুলে শব্দগুলিকে ছুঁতে পাবার আনন্দ যেন নষ্ট হয়ে যায় অনুবাদ কবিতায়।

"পরদিন সকাল বেলা সেই কবিতাটি তিনি দিলেন আমায়। তাঁর স্পষ্ট পরিমিত ইংরেজি অক্ষরে লেখা। সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে নিলাম, কিন্তু লুকোতে পারলাম না আমার মনোভঙ্গ। বলেই উঠলাম, বললাম: 'কাল যা পড়েছিলেন তার অনেকটাই তো দেখছি নেই এর মধ্যে। এর সব ব্যাপার ছেড়ে দিয়েছেন যা ছিল কবিতাটির প্রাণ!' উত্তরে জানলাম যে ওঁর মনে হয়েছে সেসব অংশ পশ্চিমীদের ভালো লাগবে না হয়তো।"[২০] পশ্চিমীদের ভালো লাগবে না ভেবে বা পশ্চিমীদের বোঝার বাইরে ভেবে যা করি এড়িয়ে গেছেন অনুবাদের সময়, তা হয়তো পশ্চিমবাসীর কাছেও সাদরে গৃহীত হতে পারতো।

পরিশেষ

যে মাহেন্দ্রক্ষণে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব, তার পূর্বের কয়েকটি বছরে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমশ প্রস্তুত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করে কাব্যক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটালেন, দীনবন্ধু মিত্র গদ্যনাটক রচনার ক্ষেত্রে খাঁটি গ্রাম্য ভাষাকে অবলম্বন করলেন; বঙ্কিমীভাষা সাহিত্যে বেশ একটা বৈচিত্র্য আনল। আর এই সবটুকু আহরণ করে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন অনন্য। ১১ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়, আর সেই বয়সেই গায়ত্রী মন্ত্র কবির মনে আলোড়ন তুলেছিল। সেই বয়সে অর্থ কতটা অনুধাবন করেছিলেন তা অজানা, কিন্তু সেই মন্ত্রের ধ্বনি ঝংকার পরবর্তী জীবনেও সাহিত্য জীবন জুড়ে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। হিমালয় বাসকালে পিতার কাছ থেকে নিয়মিত উপনিষদের শিক্ষা পেতেন, আর পেতেন সংস্কৃত ও জ্যোতিষ ও ইংরেজি শিক্ষা। পরবর্তী জীবনের পথে এই শিক্ষাই ছিল তাঁর জীবনের মাইলফলক। তবে বিদেশী প্রভাব না পেলে অনুবাদ সাহিত্য প্রস্ফুটিত হতো না। প্রথম বিদেশ যাত্রা কবির ১৮৭৮এর ২০ সেপ্টেম্বর। লন্ডনে য়ুনিভার্সিটি কলেজের অধ্যাপক হেনরী মর্লির শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর মন কেড়েছিল বেশ। পরবর্তী কালে তাঁর সাহিত্যে মর্লির ভাবনা বিশেষভাবে ছায়া ফেলেছে। তবে প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও অন্তরের শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত হয়েছিলেন। বিদেশে কুসংস্কারমুক্ত জীবন, অথচ প্রবল বাস্তবতা, নারী সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাধারা-এ সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। দেশে ফিরেছিলেন এক নতুন চিন্তাভাবনা নিয়ে। এমনকি চিত্রকলার প্রতি ভালোলাগাও

© Santiniketan Sahityapath

তৈরি হয়েছিল বিদেশের মাটিতেই। গানে এসেছিল বিদেশি সুর। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যজীবন এভাবেই তৈরি হয়েছিল। আর অনুবাদসাহিত্যগুলি অনুসরণ বা অনুসরণ নয়, হয়ে উঠেছিল নতুন ভাবনা, নতুন সৃষ্টি। কেননা মূলের দৃশ্য অনুবাদে অনেক সময় সংহত হয়েছে (যেমন 'মালিনী' ও 'চিত্রাঙ্গাদা)। সংলাপ করেছেন কখনো সংহত, কখনো বর্জন, কিংবা অনুবাদে কখনো একের সংলাপ অন্যের মুখে বসিয়েছেন। অনুবাদে নতুন চরিত্রের অবতারণাও করেছেন। মূলের দৃশ্যপট অনুবাদে পরিবর্তনও করেছেন। পাশ্চাত্য পাঠকের কথা ভেবে চরিত্রের নাম বা বিভিন্ন ভারতীয় প্রসঙ্গ, পৌরাণিক প্রসঙ্গ বদলেছেন বা উল্লেখই করেন নি। যেমন ইংরেজিতে Soft Dental 'D' নেই। তাই 'চিত্রাঙ্গাদা' নাটকের নাম ইংরেজিতে Chitra হয়েছে। মূলের Time অনুবাদে অনেকক্ষেত্রে বজায় নেই। যেমন, 'বিসর্জন'এর ৩ দিনের ঘটনাক্রম 'Sacrifice'এ একদিন হয়েছে।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ের শক্তি ও চিন্তাশক্তি — এই ত্রিশক্তি মিলিত হয়ে মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতা আসতে পারে যদি তা সঠিক পথে পরিচালিত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনশক্তিতে এই ত্রিশক্তির সংগম ঘটেছিল। এই কারণে রবীন্দ্রজীবন প্রসারিত হয়েছে নানাভাবে — কত বিচিত্র ধারায়। তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভার এই ত্রিশক্তির সাধানার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। আমরা সমগ্র মানবকুল ও প্রকৃতি যেমন ঈশ্বরীয় সাধনার ফল, তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসাধনার ফল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সাধনাকে শুধু নিজের করেই রাখেন নি, অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বিশ্বভুবনে। রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা ও অনুবাদকর্ম চিরকালই দেশী-বিদেশী উভয় পাঠকের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে। রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্পর্কে বলেছেন — "আমি বিচিত্রের দূত।... চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আন্দ আমার সার্থকতা।"[২১] তাই রবীন্দ্রলেখনীতে রবীন্দ্র-অনুবাদসাহিত্য হয়ে উঠেছে নবসৃষ্টি।

তথসূত্র:

১। 'Aspects of Translation', Edited by A.H. Smith, Published by London: Seeker and Warburg, 1988, VIII

২। 'A Linguistic Theory of Translation : An Essay in Applied Linguistics', J.C. Catford, Published by London Oxford University Press, 1965, p. 20

৩। 'Post-Colonial Translation: Theory and Practice', Susan Bassnett and Harish Trivedi (ed.), Roulledge, London, Reprinted 2000, p. (Paz 1992: 154)

৪। 'Translation-Theory and Practie: Attistorial Reader', Daniel Weissbort and Astradue Eysteinsson (ed.), Oxford University Press, 2006, p. 1

৫। 'Translation Studies', Susan Bassnett, First Published in 1980 by Methuen & Co. Ltd., Simultanously Published in USA and Canada by Routledge, 29 West 35th Street, New York, p. 16

৬। Ibid, p. 16

৭। 'Some Problems of Translation: A Study of Tagore's Red Oleanders', Basudeb Chakraborti, Foreword by canton B.Selly, University of Chicago, Illinois, Published by Arijit Kumar For Papyrus, 2 Gannendra Mitra Lane, Calcutta 700004, India, Published Sep. 2005, pp. 49-50

৮। 'Translation and with an Introduction, Rabindranath Tagore: Three Plays', Ananda Lal, Oxford University, YMCA Library Building, Jai Singh Road New Delhi 110001, First Published by the MP Birla Foundation in 1987, p.11

৯। 'Indian Writing in English', K.R. Srinivasa, Iyengar, Asia Publishing House, Bombay, p. 143

১০। Ibid, p. 144

১১। 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি', চিঠিপত্র-১২, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬১

১২। 'ভারতবর্ষী দীনপঞ্জী, অবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত', পশ্চিমবঙ্গ সার্ধশতবর্ষ রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা ২০১০, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রেস লিমিটেড দ্বারা মুদ্রিত, পৃ. ৫৫৮

১৩। 'ভক্ত ও কবি: অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়', সম্পাদনা রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুআরি ২০০৭, পৃ. ৯৯

১৪। ওই, পৃ. ১০৪

© Santiniketan Sahityapath

১৫। ওই

১৬। ওই, পৃ. ১১০

১৭। ওই, পৃ. ১২৮-১২৯

১৮। ওই, পৃ. ৯৮-৯৯

১৯। ওই

২০। 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ', প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অগস্ট ১৯৭৩, পৃ. ৯১-৯২

২১। 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্য', শান্তিদেব ঘোষ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, সুধীর মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ১-২

—

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath